CBCS B.A. POLITICAL SCIENCE HONS

SEM II CC4 : POLITICAL PROCESS IN INDIA

TOPIC-V : Caste and Politics - Caste in Politics and the Politicization of Caste

জাতব্যবস্থা ও রাজনীতি - রাজনীতিতে জাত এবং জাতের রাজনীতি

Piku Das Gupta, Associate Professor, Dept. of Political Science

ভূমিকা:

জাতব্যবস্থা ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক দুটি স্তর বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

i) জাত কীভাবে রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে, এবং ii) রাজনীতি কীভাবে জাতকে প্রভাবিত করে।

প্রথমে রাজনীতিতে জাতের সচেতনতার সম্পর্কটি দেখা যাক।

সচেতনতা:

রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতের আগ্রহ ও সচেতনতা চারটি বিষয় বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

- রাজনীতিতে জাতের আগ্রহ,
- রাজনৈতিক জ্ঞান এবং জাতের রাজনৈতিক সচেতনতা,
- রাজনৈতিক দলগুলির সাথে জাত চিহ্নিতকরণ এবং
- রাজনৈতিক বিষয়গুলিতে জাতের প্রভাব।

এই চারটি দিক অনিল ভাট ১৯৭০ এর দশকে চার রাজ্যের (উত্তর প্রদেশ, গুজরাত, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্র প্রদেশ) বিভিন্ন পটভূমির উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন বর্ণের ব্যক্তিদের নিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন।

সব জাতিকে এক সাথে নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে প্রায় ২৫ শতাংশ জাতের রাজনীতিতে উচ্চ আগ্রহ ছিল, ৪৫ শতাংশের মধ্যে মধ্যম আগ্রহ ছিল, এবং ৩০ শতাংশের মোটেই আগ্রহ ছিল না। দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বড় রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সম্পর্কিত, এটিও দেখা গেছে যে মধ্য ও নিম্ন বর্ণের জাতের তুলনায় উচ্চ বর্ণের বেশি আগ্রহ ছিল। তবে রাজনৈতিক দলগুলির সাথে জাতের অবস্থান এবং সনাক্তকরণের মধ্যে কোনও সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়নি। সর্বশেষে, দেখা গেছে যে কয়েকটি উচ্চ বর্ণের জাতের রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে এবং কয়েকটি গ্রামে মধ্য ও নিম্ন বর্ণের জাতের আধিপত্য রয়েছে। যদিও পরবর্তী সময়ে সময়ের এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে।

সম্পর্ক:

রজনী কোঠারি (১৯৭০) জাত ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেন যে জাতের ভোটের কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কী হয়। তিনি দেখতে পেলেন যে তিনটি বিষয় — শিক্ষা, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এবং ধীরে ধীরে ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ (ভোটারদের মধ্যে ১৮-২১ বছর বয়সী যুবকরা সহ) বর্ণ-পদ্ধতিতে অনুপ্রবেশ করেছিল যার কারণে জাতিব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে পেরেছে। অর্থনৈতিক সুযোগ, প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং নতুন প্রতিষ্ঠান এবং নতুন নেতৃত্বের দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতার অবস্থানগুলি বর্ণকে রাজনীতিতে আকৃষ্ট করেছিল।

রাজনীতিতে জাতের জড়িত থাকার ফলে দুটি জিনিস ঘটে:

- জাতিগত ব্যবস্থা নেতৃত্বকে রাজনৈতিক মেরুকরণের এবং আদর্শিক ভিত্তির জন্য স্থাপন করা এবং
- নেতৃত্বকে স্থানীয় মতামতকে গুরুত্ব দিতে এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বর্ণকে সংগঠিত করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

রাজনীতিতে জাতের ব্যবহার দুটি ভিন্ন পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছিল।

প্রথম পর্যায়ে উচ্চতর বর্ণের মধ্যে (যেমন অন্ধ্র প্রদেশের রেড্ডি, গুজরাটের পট্টিদার, কর্ণাটকের লিঙ্গায়াতস, বিহারের ভূমিহারস, এবং রাজস্থানের রাজপুত) মধ্যে বিভ্রান্তি এবং ক্ষোভ জড়িত ছিল এবং উচ্চতর আরোহী জাত (যেমন বিহারের কায়স্থ, রাজস্থানে জাট)।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী (মূল এবং আরোহী) জাতের মধ্যে গোষ্ঠীভঙ্গি ও খণ্ডন যার ফলস্বরূপ বহু-জাত ও বহুদলীয় সামঞ্জস্যের বিকাশ ঘটে। উচ্চ বর্ণের নেতাদের সমর্থন এবং একটি দলকে শক্তিশালী করার জন্য নিম্ন বর্ণকেও আনা হয়েছিল।

প্রথম পর্যায়ে জাতের মাত্র তিনটি উপাদান জড়িত – **জাতের শক্তি কাঠামো**, **অর্থনৈতিক উন্নয়ন** এবং **বর্ণচেতনা।** তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতের অন্যান্য উপাদান যেমন **জাতিসচেতনতা, আনুগত্য** ইত্যাদি বিবর্তিত হয়ে আসে।

এছাড়াও, তিনটি উপ-পর্যায় - প্রথম পর্যায়ে কোঠারি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। **প্রথম উপ-পর্যায়ে, ক্ষমতা এবং সুবিধাগুলির জন্য লড়াই প্রথমে সন্নিবিষ্ট বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ**, অর্থাৎ যারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পূর্বানুক্রমিক প্রভাব প্রয়োগ করেছেন তবে সংখ্যাসূচকভাবে নয়। **দ্বিতীয় উপ-পর্যায়ে, আরোহী জাতগুলি (অর্থাত্ উচ্চতর ভূমিকা প্রত্যাশী অসন্তুষ্ট জাতি)ও ক্ষমতার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে।** তৃতীয় উপ-পর্যায়ে তৃতীয় উপ-পর্যায়ে, উচ্চতর এবং আরোহী জাতি এর মধ্যে শক্তি এবং সুবিধার জন্য প্রতিযোগিতা ছাড়াও নিজেদের মধ্যেও লড়াই দৃশ্যমান। জাত ও বর্ণ বিভাজন বা গোষ্ঠীদলের মঞ্চ হিসাবে পরিচিত দ্বিতীয় পর্যায়ে নেতৃত্বের বিভাজন সৃষ্টি হয় এবং বহু-বর্ণ ও বহু-গোষ্ঠীভুক্তি তৈরি হয়। এটি রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির নেতাদের সমস্যাও তৈরি করে। এই নেতারা জনগণকেও জড়িত করে কারণ নেতারা বিস্তৃত ভাবেই এই আবেদন রাখতে চান। এই পর্যায়ে নেতৃত্বের পরিবর্তনও রয়েছে।

জাত ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তৃতীয় পর্যায়ের কথা বলেছেন কোঠারি। প্রথম পর্যায়ে থাকাকালীন, 'প্রবেশ করানো' উচ্চ বর্ণকে প্রথমে রাজনীতি করা হয় এবং 'আরোহী' উচ্চ বর্ণের লোকেরা বিরক্তি ও অনুভূতির সাথে প্রতিক্রিয়া জানায়? আপেক্ষিক বঞ্চনার (উদাহরণস্বরূপ, মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণদের অন্তর্ভুক্ত জাতি এবং মারাঠাদের আরোহী জাতি) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক (বর্ধিত এবং আরোহী) বর্ণের মধ্যে উত্থিত হয় এবং নিম্ন বর্ণকেও তৃতীয় পর্যায়ে আনা হয় শিক্ষার অগ্রযাত্রা, নগরায়ন এবং আধুনিক অর্জনের দিকনির্দেশনা গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্ণ বর্ণ ছাড়া অন্য পরিচয়গুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সেখানে, এইভাবে, ক্রস-কাটিং জোট উত্থাপন।

জাতের মিশ্রণের প্রক্রিয়াটি ডিএমকে তামিলনাড়ুরতে চিত্রিত করেছে সেইরকম ভাবেই মহারাষ্ট্রের রিপাবলিকান পার্টি (মাহার এবং অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতের সমন্বয়ে) জাত বিভাজনের প্রক্রিয়াটি চিত্রিত করা হয়েছে। প্রাক্তন দলটি রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী তবে পরবর্তী দলটি এখনও খুব বেশি রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করতে পারেনি।

গ্রাম পর্যায়ে পঞ্চায়েতগুলিতে প্রায়শই ক্রস-কাট ভোটের বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। বৃহত্তরভাবে, ভূমিহীন জাতের এখন ভোটের শক্তি রয়েছে; সুতরাং তারা ঐতিহ্যগতভাবে প্রভাবশালী বর্ণকে চ্যালেঞ্জ জানায় যা ভূমি-নিয়ন্ত্রণ আইনের থেকে উত্পন্ন শক্তি। প্রভাবশালী জাতের পাশাপাশি উচ্চতর যতগুলি সাধারণত এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত থাকে এবং রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠনের মাধ্যমে উর্ধ্বমুখী গতিশীলতা ঘটে। সুতরাং, আজ একদিকে বর্ণ একচেটিয়া রাজনৈতিক সমর্থন-ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং অন্যদিকে এটি রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে

জাত ও রাজনীতির মধ্যে বর্তমান সম্পর্ক থেকে কোঠারি চারটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন:

(১) রাজনীতিতে নতুন অভিজাত কাঠামো উদ্ভূত হয়েছে যা বিভিন্ন জাতি থেকে উদ্ভূত হয় তবে একটি সাধারণ ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং কিছু মূল্যবোধের দিক থেকে এটি একজাতীয়।

(২) জাতগুলি নতুন সাংগঠনিক রূপ গ্রহণ করেছে এইভাবে (i) জাত ভিত্তিক সমিতি এখন বিভিন্ন স্তরে (বিশ্ববিদ্যালয়, হোস্টেল, ক্লাব, সরকারী দফতর এবং আরও অনেক কিছুতে) কাজ করছে; (ii) জাত/বর্ণ সম্মেলনগুলি বিস্তৃত ভিত্তিক; এবং (iii) জাত ভিত্তিক ফেডারেশনগুলির উত্থান হয়েছে।

(৩) গোষ্ঠীভিত্তিক ভিত্তিতে জাতিগোষ্ঠী কাজ শুরু করেছে। এই দলগুলি কেবল রাজনৈতিক দলই নয়, সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকেও বিভক্ত করে।

(৪) জাত চিহ্নিতকরণ নির্বাচনের পদ্ধতিতে একটি নতুন প্রাসঙ্গিকতা দিয়েছে। এটি কেবল উচ্চবর্ণই নয় যারা রাজনীতিতে প্রভাবিত করে, এখন নিম্নবর্ণও ভোট চাওয়ার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

জাত ও ভোটদানের আচরণ:

ভোট প্রদান জাতিদের তাদের প্রভাবকে দৃঢ় করার একটি সুযোগ দেয়। রজনী কোঠারি (১৯৭০), লিন্ডজি গার্ডনার, মিলার (১৯৫০), কী (১৯৫৫), ক্যাম্পবেল (১৯৬০), এবং নরম্যান পামার (১৯৭৬) এর মতো বিজ্ঞজনেরা ভোটকে নির্ধারক হিসাবে জাত কে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটেনে যেমন ভোটদান শ্রেণী নির্ধারক, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রেও জাতি নির্ধারক, ভারতেও এটি বর্ণ নির্ধারক। শ্রেণিবদ্ধের নীচে থাকা সেই সকল বর্ণের জন্য, ভোটদানের অধিকারটি একটি শক্তিশালী অধিকার হিসাবে কাজ করে। কোনও বর্ণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান যত কম, তাদের কাছে ভোটের গুরুত্ব তত বেশি। কোঠারি, মায়ার, ভার্মা এবং ভম্বরি, রামশ্রয় রায়, কোহান প্রভৃতির বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে জাতগুলি তাদের ভোটের শক্তির কারণে প্রভাব ফেলেছে এবং দর কষাকষির ক্ষমতা অর্জন করেছে। আন্দ্রে বেটেইল আরও বলেছেন যে ভোটের ক্ষেত্রে জাতের আনুগত্যও কাজে লাগানো হয়।

জাত/বর্ণভেদে নতুন জোটও গঠন করা হয়। রুডলফের অভিমত, জাতিগত সংস্থান জাতকে একটি নতুন প্রাণশক্তি দিয়েছে এবং গণতন্ত্র জাতিকে ভারতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকা নিতে সক্ষম করেছে। ডি এল শেঠ ১৯৬৭ সালে একটি গবেষণা চালিয়েছিলেন ভারতের বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্রের ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত্কারের মাধ্যমে এবং দেখতে পেয়েছিলেন যে বিভিন্ন কারণের মধ্যে, ভোটদানের আচরণ জাতের নেতাদের পরামর্শে নির্ধারিত হয়েছিল কেবলমাত্র এক শতাংশ ক্ষেত্রে, ৪৬ শতাংশ ক্ষেত্রে পরিবার এবং ভোটারদের নিজেদের দ্বারা ৪৯ শতাংশ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত। নেওয়া হয়েছে ৪ শতাংশ ক্ষেত্রে, নির্ধারকটির সন্ধান করা যায়নি।

একই বছরে পুণায় এক হাজার ভোটারের মধ্যে পরিচালিত আরেকটি সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে যে ৫৮ শতাংশ ক্ষেত্রে জাতভেদে ভোট প্রভাবিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে জাতকে ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে দেখা গিয়েছিল।

রাজনৈতিক অভিজাত, রাজনৈতিক দল এবং জাতের একীকরণ:

জাত 'রাজনৈতিক অভিজাত' মর্যাদার একটি নির্ধারক উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিরসিকার, সচিদানন্দ, রাম আহুজা, এসকে প্রমুখ পণ্ডিতদের দ্বারা রাজনৈতিক অভিজাতদের উপর পড়াশোনা করা থেকে উল্লেখ করেছেন যে উচ্চবিত্তদের উত্থানের ক্ষেত্রে উচ্ছবর্ণ, মধ্য ও নিম্ন বর্ণের চেয়ে থেকে অনেক বেশি সুবিধা পেয়েছে।

স্বাধীনতার আগে সাধারণত উচ্চবর্ণের গোষ্ঠীগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামে নিযুক্ত কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে দখল করেছিল কিন্তু স্বাধীনতার পরে মধ্য ও নিম্ন বর্ণের ব্যক্তিরাও রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন।

সংরক্ষণের নীতিটি নিম্নবর্ণের ব্যক্তিদেরকে নেতা হিসাবে আবির্ভূত করতে সক্ষম করেছে, তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উচ্চবিত্তরা তাদের উন্নত শিক্ষাগত-সামাজিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণে আবির্ভূত হয়েছিল। সুতরাং, জাত বা বর্ণবাদী কার্যাদি (পেশা এবং সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ সহ) যে জাতিভেদ ছিল তা জনগণের পরিবর্তনযোগ্য রাজনৈতিক আচরণের নতুন ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

গ্রামগুলিতেও, উদীয়মান শক্তির কাঠামোর ক্ষেত্রে জাতের তাত্পর্য রয়েছে। অফিস, বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয় ইত্যাদিতে আমরা জৈন লবি, রাজপুত লবি, ব্রাহ্মণ লবি, যাদব লবি, কায়াস্ত লবি, রেড্ডি লবি ইত্যাদির কথা শুনে থাকি। যদি কর্মীরা সামাজিক ও পেশাগত জীবনে বর্ণবাদী হিসাবে কাজ করে তবে তারা পরিচালনার ক্ষেত্রে চিন্তা করতে পারে না রাজনৈতিক জীবনে অ-বর্ণবাদী হিসাবে। আমাদের রাজনৈতিক অভিজাতরা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলতে পারে এবং জাত ও বর্ণবাদী রাজনীতির নিন্দা করতে পারে তবে বাস্তবে তারা জাতের চাপে কাজ করে, যেহেতু নেতাদের হিসাবে তাদের নিজস্ব উত্থানের ক্ষেত্রেই সেই জাতই রয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলিও জাতের সমর্থন জোটে। প্রকৃতপক্ষে, জনসাধারণকে একত্রিত করার সমস্যাগুলি বেশ কয়েক দশক আগে যেমন ছিল। ১৯৩০ এবং ১৯৪০-এর দশকে সমাজ সংস্কারকরা বিশ্বাস করেছিলেন যে জনগণের আলোকিত হওয়া ছাড়া তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সংগঠন সম্ভব ছিল না, তেমনি আজ রাজনীতিবিদরাও বর্ণ নেতাদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেন এবং একই সাথে তাদের কাজে লাগিয়ে যান তাদের লক্ষ্য অর্জনে রাজনৈতিক উপায়।

কিছু বিদ্বানরা বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা জাতের প্রভাবের উপরে অধ্যয়ন করেছেন এবং এই সমস্ত গবেষণায় দেখা গেছে যে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের কাজকর্মের জন্য জাতকে একত্রিত করে এবং নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সমর্থন চায়।

রাজনীতিতে জনগণের ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের ধারণার ভিত্তিতে তিনটি গ্রুপে শ্রেণিবদ্ধ করতে পারি:

- যারা ভাবেন যে রাজনীতি জাত/বর্ণ ও বর্ণবাদমুক্ত হওয়া উচিত;
- যারা ভাবেন যে রাজনৈতিক সম্পর্কের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষতি করার কোনও স্বাধীন ক্ষমতা নেই;
- সবশেষে, যারা জাত/বর্ণ বা রাজনীতি বা উভয় উভয়েরই স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে।

যেহেতু ভারতে বর্ণবাদী কাঠামোকে ঘিরে সামাজিক ব্যবস্থা সংগঠিত, সুতরাং জাত ও রাজনীতি পৃথক হওয়া কঠিন প্রস্তাব। সুতরাং রাজনীতিতে বর্ণবাদ জাতের রাজনীতিকরণ ছাড়া কিছুই নয়। দ্বিতীয় মতামত হিসাবে, রাজনীতি তার অবস্থান সুসংহত বা বাড়াতে একটি সত্ত্বা হিসাবে দেখা হয়। যেমন, রাজনীতি সমাজের কাঠামোকে প্রভাবিত করে না। তৃতীয় মতামত হিসাবে, এর মধ্যে রয়েছে প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদ, ইন্ডোলজিস্ট এবং রাজনৈতিক এবং সামাজিক নৃবিজ্ঞানী।

জাতি বা বর্ণকে রক্ষা করা যেমন কাম্য, তেমনি রাজনীতি থেকে জাতি কে মুক্ত রাখা বা জাত থেকে রাজনীতিকে। জাতিভেদ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কখনই সম্পূর্ণ মেরুকরণ হয়নি বলে এই মতামতটি সমালোচিত হয়েছিল। রাজনীতি জাতকে ব্যবহার করেছে এবং এটি সামাজিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলির জন্য ব্যবহার অব্যাহত রাখবে।